ছাতকে শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট

সিলেট, ১০ই জানুয়ারী (জেলা বার্তা পরিবেশক) :— ছাতক উপজেলার শিক্ষাক্ষেত্রে চরম সংকট দেখা দিয়েছে। সুনামগঞ্জের একমাত্র শিল্পসমৃদ্ধ উপজেলা ছাতক। এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ১শ' ৪৭টি— ২টি মহাবিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক) ১২টি উচ্চ বিদ্যালয় (১টি বালিকা) ও ১শ' ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৩টি বেসরকারী)।

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ছাতক মহাবিদ্যালয়ে প্রায় ৩শ' ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে শিক্ষক রয়েছেন ২০ জন। এখানে কোন আবাসিক কেন্দ্র, ছাত্রাবাস ও সীমানা দেয়াল নির্মিত হয়নি। ভবনসংখ্যা অপ্রতুল, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও খেলার সামগ্রী নিতান্ত কম। খেলার মাঠটি বেশ ছোট, পাঠাগারে বই আছে মোটামুটি ছাত্রাবাসগুলো অপরিসর। টেলিফোন সংযোগ নেই, বিদ্যুৎ সংযোগ কেবল অধ্যক্ষের কক্ষে দেয়া হয়েছে। এ মহাবিদ্যালয়ে অর্থসংকট অত্যন্ত তীব্র, সরকার থেকে উন্নয়ন খাতে কোন অর্থ সাহায্য মিলছে না। উপজেলা পরিষদ এবং এলাকাবাসীর চাঁদাই মূল সম্বল। বছর ৭ পূর্বে উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নেয়ার যে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল তা পূরণ করা হয়নি। বছরখানেক পূর্বে পুনরায় একই ধরণের আশ্বাস দেয়া হয়; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি লাভে বিলম্ব ঘটায় স্নাতক পর্যায়ে কলা ও বাণিজ্য বিভাগ খুলতে বিঘ্ন ঘটছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের বহু পুরনো দাবীটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। পরীক্ষা কেন্দ্র সিলেটে হওয়ায় প্রতিবছর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ব্যাপক ক্ষতি ও দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। গোবিন্দগঞ্জ আবদুল হক স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অবস্থাও শোচনীয়।

উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪ হাজারের কাছাকাছি, শিক্ষক আছেন ১শ' ২৫ জনের মতো। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী উচ্চ বিদ্যালয় ব্যতীত সবক'টি বিদ্যালয়ের অবস্থা একই। এগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভবন, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, খেলার সামগ্রী, আসবাবপত্র ও খেলার মাঠ নেই। সরকার থেকে উন্নয়নখাতে তেমন কোন অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় না। বেশীরভাগ বিদ্যালয় ভবন নড়বড়ে; যেকোন সময় ধসে পড়তে পারে। এসব বিদ্যালয়ের পাঠাগারসমূহে বইয়ের সংখ্যা নেহাৎ কম; সীমানা দেয়াল নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র ছাত্রী রয়েছে অন্তত: ২৭ হাজার ৭শ' জন। এ হিসেবে এখানে শিক্ষক পদ থাকার কথা ৫শ' ৫৪টি। অথচ নির্ধারিত শিক্ষক পদ সংখ্যা মাত্র ৩শ' ৭৭টি। এর মাঝে আবার প্রধান শিক্ষকের ৭টি ও সহকারী শিক্ষকের ৩৮টি পদ অনেক দিন ধরে শূন্য। এছাড়া উপজেলা শিক্ষা দপ্তরে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ৬টি পদের ৪টি ও উচ্চমান সহকারীর ২টি পদের সবটি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য পড়ে আছে। এখানকার শতকরা ৮০ ভাগ বিদ্যালয় ভবন কাঁচা, ব্যবহারের অনুপযোগী। কোনটিতে প্রয়োজনমাফিক শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র, খেলার সামগ্রী ও খেলার মাঠ নেই। উন্নয়ন খাতে সরকারী অর্থ সাহায্য না থাকার সমান। সীমানা দেয়াল ও টিউবওয়েল নেই।

এ ব্যাপারে ছাতক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সুজন মিয়া চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোনমতে চালিয়ে নেয়ার জন্য বছরে কমপক্ষে ২০ লাখ টাকার দরকার সেখানে সরকার থেকে পাওয়া যায় বড়জোর ৫লাখ টাকা।